২৩/৪/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ২

দৈনিক ইনকিলাব

বাঙালী ছাত্রদের কৌশলে বাদ দেয়া হচ্ছে

রাঙ্গামাটি জেলায় ৯ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ২৩ লাখ টাকা উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত

সৈয়দ মাহাবুব (রাঙ্গামাটি) ।। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চলতি অর্থবছর জেলার প্রায় ৯ শতাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ২৩ লাখ টাকা উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে বাছাইকৃত মেধাবী, গরীব ও দূরবর্তী অনুন্নত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা লাভের অনুকূলে এ অর্থায়ন করা হবে।

প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, প্রার্থীদের তালিকা এখন যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের হাতে প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজারের কিছু বেশী। উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে প্রদান করবে মোট ১৫ লাখ টাকা। সর্বোচ্চ ৫০০ ছাত্রছাত্রীকে এই বাজেটের আওতায় এবারে আনা হবে। অপরদিকে জেলা পরিষদ প্রার্থীদের বাছাই তালিকা একরকম চূড়ান্ত করে ফেলেছে। পরিষদে প্রার্থী ছিল প্রায় ১ হাজার ৩০০ জন। জেলা পরিষদ তন্মধ্যে ৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে বাছাই করেছে। এদের শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে ফেলে মোট ৮ লাখ টাকা প্রদান করা হবে। মেডিকেল, প্রকৌশল এবং কৃষিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পাবে মাথাপিছু ২ হাজার ৪০০ টাকা (এককালীন)। আইন সম্মান স্নাতকরা পাবে ২ হাজার টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা পাবে ১ হাজার ৮০০ টাকা (এককালীন)। এছাড়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা ও কোটার আওতায় প্রায় ৩০ জনের বিশেষ বিবেচনায় শিক্ষা উপবৃত্তি লাভের ব্যবস্থা রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। তবে এ বিশেষ বিবেচনা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে বলে প্রার্থীরা মনে করে। জেলা পরিষদের শুরু থেকে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে। এই ব্যাপারে জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য এ এস এম শহীদুল্লাহর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, গত '৯৭-এর জুলাইতে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পরিষদের শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ছিলেন। তিনি জানান, ওই সময়ে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পরিষদের শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক কমিটি কর্তৃক মেধা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও এলাকার অনগ্রসরতাকে সামনে রেখে জনসংখ্যার আনুপাতিকহারে সকল থানা ও সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করার নীতিমালা অনুসরণ করা হত। বর্তমানে সরকার মনোনীত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ অনেক কিছুই চুক্তির পর থেকে ভিন্ন কায়দায় করছে। যার কারণে সম্প্রদায়ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ এখন হয় না। তাছাড়া স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে চাকমা রাজার সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করে দেয়াতে বাঙালীরাই এ সুযোগ থেকে এখন উল্লেখযোগ্য হারে বাদ পড়ে যাচ্ছে। ফলে অত্র পার্বত্য জেলার সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান এ রকম বহু মেধাসম্পন্ন বাঙালী ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। তিনি স্থায়ী বসবাসকারীদের বেলায় জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার আনুপাতিক কোটায় জেলার মেধাবী বিশেষ করে শিক্ষালাভে অসমর্থ গরীব ও দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, উপবৃত্তির প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মনিন্দ্র লাল ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, চলতি অর্থবছরের প্রথম (জানুয়ারী) থেকে তাদের কাছে উপবৃত্তি প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আসতে শুরু করেছে। এ যাবৎ তারা ৪ হাজারেরও কিছু বেশী আবেদনপত্র পেয়েছেন, যেগুলো এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্তভাবে বাছাই চলছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে উন্নয়ন বোর্ড বাছাইকৃত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মোট ১৫ লাখ টাকা বিতরণ করবে। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত, ডাক্তার, বুয়েট, ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু শিক্ষা উপবৃত্তি (এককালীন) প্রদান করা হবে ৩ হাজার ৬০০ টাকা করে, আর ডিপ্লোমা, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পড়ুয়া শিক্ষার্থী পিছু প্রদান করা হবে ২ হাজার ৪০০ টাকা (এককালীন)। এক্ষেত্রে মেধাভিত্তিতে বিবেচনা হবে প্রথমে ৫০ শতাংশ অবশিষ্ট অংশে অনুন্নত দুর্গম অঞ্চলের আগ্রহী শিক্ষানুরাগী এবং অধিকতর গরীব ও উচ্চ শিক্ষা লাভে সামর্থ্যহীন ছাত্রছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে এই কর্মকর্তা জানান। এই হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হলে বরাদ্দকৃত টাকা যাচাই-বাছাই এরপর ৫০০ জনের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব বলে ধারণা করা হচ্ছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, উপবৃত্তি লাভের সুযোগ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীরাই অধিক লাভবান হবে। থানা, অঞ্চল, জনসংখ্যা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক কোটা নির্ধারণের নীতি অনুসরণ করা হলে উপজাতীয় এবং অউপজাতীয়দের মধ্যে সাম্যতা বজায় থাকত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।